



# রাষ্ট্রপতি ভবনে“ প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জি – অ্যা স্টেটসম্যান” শীর্ষক একটি চিত্র সম্বলিত বই-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ ১৯৭৫ সাল থেকে একটি সুদৃঢ় যাত্রা এবং দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে অনেক পরত, অনেক সাফল্য,অনেক সংকটও এসেছে কিন্তু স্টেটসম্যান টিম প্রাণপনে নিজের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে

Posted On: 06 JUL 2017 12:01PM by PIB Kolkata

১৯৭৫ সাল থেকে একটি সুদৃঢ় যাত্রা এবং দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে অনেক পরত, অনেক সাফল্য,অনেক সংকটও এসেছে কিন্তু স্টেটসম্যান টিম প্রাণপনে নিজের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। গতকাল অনেকক্ষণ মিঃ আর এন আর-এর সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পেয়েছিলাম। একবার শ্রদ্ধেয় ইরানি সাহেবের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের প্রখর সমালোচক ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাওয়া যেত, তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু জানা ও শেখা যেত। ব্যঙ্গ-বিক্রপ তাঁর সহজাত স্বভাব ছিল, আমি কখনও কখনও সেসব কাছ থেকে শোনার সুযোগ পেয়েছি।

আমাদের দেশে একটি জিনিসের অভাব রয়েছে, তার কারণ কী, আমার সঙ্গে সকলে একমত নাও হতে পারেন। আমরা কখনও ইতিহাস সচেতন সমাজ রূপে পরিচিত ছিলাম না, আর সেজন্য ..... যেমন ইংরেজদের দেখুন, প্রতিটি ছোট ছোট জিনিস কিভাবে সামলে রাখেন। সম্প্রতি আমি পর্তুগাল গিয়েছিলাম। গোয়া যখন পর্তুগীজ উপনিবেশ ছিল, তখনকার শাসন সংক্রান্ত পরালাপের নকল পাওয়ার চেষ্টা জারি ছিল। ঐ চিঠিগুলির মাধ্যমে সেই দীর্ঘ ঔপনিবেশিক সময়ের ইতিহাস জানা যায়। এবারআমি গেলে সেদেশের সরকার আমাদের প্রস্তাব মেনে সকল চিঠিপত্রের এককপি গোয়া রাজ্য সরকারের জন্য দিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ সেই পত্র সম্ভরের নকল। ঐগুলি গোয়ার উন্নয়ন যাত্রার ঘটনাক্রমেরও সাক্ষী। অথচ আমাদের দেশের এগুলিকে কেউ সামলে রাখেননি।আজও আমরা যদি দেখি ভারতের অনেক কিছু নিয়ে জানতে হলে আমাদের গবেষকদের ব্রিটেনে গিয়ে সেখানকার কোনও গ্রন্থাগারে বসে পড়তে হয়। কারণ, আমাদের সংরক্ষণের স্বভাব নেই। আমি বুঝি এটি কোনও ব্যক্তি ভক্তির বিষয় নয়, রাষ্ট্রের জীবনে এই সকল ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্ব থাকে আর সেগুলিকে ইতিহাসের ঘটনা রূপে গ্রহণ করলে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনেক বড় সেবা করি।

এখন এটি তোএকটি চিত্র সফর, আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের রাষ্ট্রপতি, তাঁর আশেপাশে সবলম্বা-চওড়া মানুষদের তটস্থতা, অনেক প্রোটোকল, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে, অত্যন্ত গরিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে, বিশ্ব এটাই দেখে। কিন্তু এইসব ব্যবস্থার মাঝে একজন সহৃদয় মানুষ থাকেন, সেটা তখনই বোঝা যায় যখন কোনও চিত্র সাংবাদিকের ক্লিকে ক্যামেরাবন্দী হন। আর পরদিন যখন সবাই আমরা সেগুলি বইয়ে ছাপা অবস্থায় দেখি, আচ্ছা, আমাদের রাষ্ট্রপতিজি কেমন বালকের মতো হাসেন! সেই হাসি আমাদের মন ছুঁয়ে যায়। বিদেশ থেকে যতবড় অতিথিই আসুন না কেন, তাঁর আকার যত দীর্ঘদেহীই হোক না কেন, ওই ছবিগুলি দেখে বোঝাযায় আমাদের রাষ্ট্রপতির আত্মবিশ্বাস কত দৃঢ়; তা দেখে গর্ব হয়। এরকম সমস্ত মুহূর্তের ছবি এই গ্রন্থে সংকলিত। অর্থাৎ পদ ও ব্যবস্থার বাইরেও তিনি আমাদের রাষ্ট্রপতি,তাঁর মধ্যও একজন মানুষের সফরকে আমরা ক্যামেরাবন্দী রূপে দেখি, যা ছবি রূপে প্রকট হয়ে থাকে।

মহাত্মা গান্ধী যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় তো এত ক্যামেরা ছিল না, ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু তাঁর ছবিগুলির মধ্যে গান্ধীজির দুটি ছবি – একটিতে তিনি ঝাড়ু হাতে সফাই করছেন, আরঅন্য ছবিতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দুটি নিরস্ত্র; এগুলি থেকে বোঝা যায়, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিস্তার কোথা থেকে কোথায়! দুটো ছবির মাধ্যমে গান্ধীজির দুটো রূপদেখানো সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ফটোগ্রাফার যখন ছবি তোলেন, তখন সেই মুহূর্তকে সেই রূপধরেন, যে মুহূর্ত ইতিহাসকে অমরত্ব প্রদানের সামর্থ্য রাখে।

ইতিহাসকে অমরত্ব দেওয়ার কারণে এই ছবি নথি বা দলিলে পরিণত হয়ে ওঠে। এখানে ফটোগ্রাফার বর্ণনাযোশীও তাঁর তোলা ছবিগুলিতে তেমনি ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলিকে ধরার চেষ্টা করেছেন,স্টেটসম্যান টিম এগুলিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। অন্যথা যখন প্রযুক্তিরমাধ্যমে এসএমএস-এর দুনিয়া শুরু হয়েছিল, তখন হয়তো আপনারা দেখেছেন যে, খবরের কাগজগুলিতে অনেক নিরস্ত্র ছাপা হ’ত যে এসএমএস এমন এক উপায়, যা মানুষের চিঠি লেখার অভ্যাসকেই শেষ করে দিতে পারে! পত্র-সাহিত্য মানব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। সেটা যদি লোপ পায়, তা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিছু জানতেই পারবে না। ২৫ বছরআগে এ ধরনের আশঙ্কাপূর্ণ নিরস্ত্র ছাপা হ’ত। তখন সেই পণ্ডিত নিরস্ত্রকাররাও বুঝতেপারেননি যে প্রযুক্তি এত দ্রুত চলে যাবে, সম্ভবতঃ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা জেগে উঠবে, সকলের মধ্যে একজন লেখক তৈরি হবে আর নতুন নতুন প্রযুক্তি আমাদের অন্তরের সৃষ্টিশীলতার অন্তরোধদগম ঘটাবে, আর সম্ভবতঃ তা সুরক্ষিতও থাকবে।

একটা সময়ছিল, যখন ‘অটোগ্রাফ’-এর অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল, ধীরে ধীরে ফটোগ্রাফির গুরুত্ব বাড়ে,আর এখন ‘অটোগ্রাফ’ আর ‘ফটোগ্রাফ’-এর মিলিত স্থান গ্রহণ করেছে ‘সেলফি’। দেখুন,কিভাবে পরিবর্তন আসে। সেলফি অটোগ্রাফ আর ফটোগ্রাফ উভয়ের উন্নত সংস্করণ। অর্থাৎ মূলভাবনা থেকে পরিবর্তন হতে হতে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যেতে পারে – তা আমরা অনুভব করছি।এই বইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে, খবরের কাগজের মাধ্যমে বিশ্ব যে রাষ্ট্রনায়ককে চিনেছে, আমাকে ক্ষমা করবেন! এখানে অনেক খবরের কাগজের সাংবাদিক ছিলেন। ঐ খবরেরকাগজের চৌহদ্দির বাইরেও, রাজনৈতিক জীবনে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা মানুষরা রয়েছেন। নৈমিত্তিক দৌড়ঝাঁপে খবরের কাগজ তাঁদের পরিমাপ করতে পারে না, কিন্তু পরবর্তী সময়ে গবেষণার মাধ্যমে যখন অনেক কিছু জানা যায়, তখন বোঝা যায় যে, নৈমিত্তিক জীবনে দেখা মানুষটির ভেতরে আরেকজন মানুষ বসে আছেন। আর সেজন্য ভেতরের সত্যিকে জানতে,প্রণবদাকে জানতে, তাঁর কাছ থেকে এমনকি কখনও তাঁর অন্তরে প্রবেশ করতে এই বই সুযোগকরে দেবে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আমি গুণ্ডাজি এবং তাঁর সম্পূর্ণ টিমকে,বিশেষ করে ভাই বরুণ যোশীকে হৃদয় থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি সৌভাগ্যবান, মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার জীবনে এরকম কিছু মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় অনেক ভিন্নভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি। তখন আমি রাজনীতিতে ছিলাম না, নানা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, বয়স অনেক কম ছিল। তাই ঐ বিপরীত মতাবলম্বী মানুষদের সংস্পর্শে এসে অনেক কিছু শিখেছি, বুঝেছি। তেমনই একজন ছিলেন, গুজরাট বিদ্যাপীঠের উপাচার্য ধীর্ভদ্রা দেশাই, জরুরি অবস্থার সময় আমাকে নানা কাজে তাঁর বাড়িতে যেতে হ’ত। তাঁর বাড়িতে প্রখর গান্ধীবাদী নেতা রবীন্দ্র বর্মার সঙ্গে পরিচয়। সমাজবাদী নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মাধ্যমে কংগ্রেস দলের সমাজবাদী চিন্তাধারার কয়েকজনের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের জীবন ও জীবনদর্শন আমাকে কম-বেশি প্রভাবিত করেছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও এমন অনেকের সান্নিধ্য পেয়েছি, যারা আমাকে প্রভাবিত করেছেন। যেমন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা নওয়ল কিশোর শর্মা মহোদয়ের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে অনেকশিখেছি। তেমনই আমার জীবনের বড় সৌভাগ্য যে প্রণবদার মতো মহান ব্যক্তিত্বের হাত ধরেদিমির কর্মজীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছি। অনেক সাহায্য, অনেক পরামর্শ;দিমিত্তে তাঁর সান্নিধ্যে আমার অনেক বড় সহায় বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

আমি এমন এক মানুষ যার মনে সবসময় দৃষ্টিস্তা থাকে যে, কোনও কাজ দ্রুত না শেষ হয়ে যায়! কাজ নাথাকলে সম্ভার পর কী করব? আপনারা সংবাদ মাধ্যমের মানুষ, যে কোনও খবর ‘লিক’ করানোয় আপনারা সিদ্ধহস্ত। আমি একদিন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলাম, তখন ৮টা-৯টার মাঝামাঝি হবে। তারপর ৯টা নাগাদ মিটিং শেষ হলে আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল যে, আরে এত তাড়াতাড়ি বৈঠক শেষ? ঠিক আছে, যাই, দেখি, কিভাবে সময় কাটানো যায়! পরদিন অবাক হয়েদেখি, এই মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া কথাও খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেছে! লেখা হয়েছে, ‘রাত ৯টার পরও তিনি ভাবেন, সময় কিভাবে কাটাবেন’!

কিন্তু গততিন বছরে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের সঙ্গে আমার কোনও সাক্ষাৎ এরকম ছিল না, যেদিন তিনি পিতার মতো, আমি অন্তর থেকে বলছি, কোনও পিতা তাঁর সন্তানকে যেমন স্নেহে লালন করেন, দেখে মোদীজি ! কমপক্ষে আধা দিন বিদ্রাম নিতেই হবে! কোনওদিন প্রণবদা বলেন,দেখো ভাই, এত কেন দৌড় ঝাঁপ করো? নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান কিছু কম করো ? নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি যখন নির্বাচনী প্রচারণের জন্য ছুটো বেড়াছি,তখন একদিন তিনি বলেন, ভাই নির্বাচনে হার-জিত চলতে থাকবে কিন্তু নিজের শরীরটাও তো দেখতে হবে, কি ঠিক তো?

এই সতর্কবাণীও ব্যক্তিগত স্নেহের পরশ রাষ্ট্রপতির কর্তব্যের অংশ ছিল না। কিন্তু তাঁর ভেতরের মানুষটি এক অনুজ সঙ্গীর জন্য ভাবেন। আমার মতে, এই ব্যক্তিত্ব, এই সম্মান, মর্যাদারএই রূপ আমাদের রাষ্ট্রজীবনকে গৌরবান্বিত করেছে। এভাবেই প্রণবদা আমাদের সকলকে প্রেরণা যুগিয়ে গেছেন। মাননীয় রাষ্ট্রপতির এই ব্যক্তিত্বকে আমি সাদর প্রণাম জানাই।আর আজ ভাই বরুণ যোশীকে শুভেচ্ছা জানাই। এই অমূল্য সম্পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঐতিহ্য হয়ে উঠবে। স্টেটসম্যান গ্রুপ’কে শুভেচ্ছা জানাই।

(Release ID: 1494679) Visitor Counter : 2

## Background release reference

ব্যঙ্গ-বিক্রপ তাঁর সহজাত স্বভাব ছিল



